সূরা আদ্ দাহ্‌র-৭৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার মতই প্রথম দিকের মক্কী সূরা। এই সূরাকে 'আল্ ইনসান' নামেও অভিহিত করা হয়। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছিল, সামান্য তরল শুক্র-বিন্দু থেকে সৃষ্ট মানুষকে অশেষ শক্তি ও গুণাবলীসম্পন্ন করে পূর্ণ মানবে পরিণত করার মধ্যে এই অবিসংবাদিত তত্ত্ব নিহিত রয়েছে যে তার জীবন নিশ্চয়ই ঐশী উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। তৎসঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছিল, মহান আল্লাহ্ যিনি তাকে এক ফোঁটা শুক্র-বীর্য থেকে এত বড় করেছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পরেও নতুন জীবন দানের শক্তি রাখেন। এই সূরাটি ঐ বিষয়েরই সম্প্রসারণ। অর্থাৎ মানুষকে অসাধারণ প্রকৃতিগত গুণাবলী দ্বারা এই জন্য বিভূষিত করা হয়েছে যাতে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমা পর্যন্ত উপনীত হতে পারে। সূরাটির প্রারম্ভেই মানুষের জীবনের সম্বলহীন, অসহায় সূচনার কথা তাকে স্মরণ করানো হয়েছে। তারপর তার বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি উন্মেষের কথা তাকে স্মরণ করানো হয়েছে যার সাহায্যে সে নবীগণের প্রদর্শিত পথ অনুরণ করে অনন্ত কাল ধরে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে থাকে এবং এভাবে তার সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু যখনই ঐশী শিক্ষকগণ মানুষকে পথ-প্রদর্শনের জন্য তাদের মধ্যে আগমন করেন কিছু লোক আল্লাহ্‌র বাণীকে ও বাণী-বাহককে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্‌র বিরাগ-ভাজন হয়। আবার কিছু ভাগ্যবান লোক এই ঐশী আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করে। তারপর সূরাটি ধার্মিক ও সৎকর্মশীল মু'মিনদের উপর ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্ তাআলা যে কত রকমের অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে থাকেন তার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অবিশ্বাসীরা, যারা ইচ্ছা করে আল্লাহ্‌র সমাগত বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির কথাও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই এই মন্তব্য করে সমাপ্তি টেনেছে যে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর কাছে পথ-দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ্‌র এই ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে না মিলায় তাহলে সে কুরআন থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে না।

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اثْنَتَانِ وَثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعَانِ

সূরা আদ্ দাহ্‌র -৭৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩২ আয়াত এবং ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। [ক]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١

২। মহাকালে মানুষের ওপর এমন সময়ও কি এসেছিল যখন সে [খ]উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না?

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ۝٢

★ ৩। [গ]নিশ্চয় আমরা মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্র বিন্দু[৩১৯০] থেকে সৃষ্টি করেছি, যাকে আমরা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিভিন্ন আকারে) রূপান্তরিত করে থাকি। এরপর আমরা তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣

৪। [ঘ]নিশ্চয় আমরা তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি। হয় তো সে কৃতজ্ঞ হবে, নয় তো অকৃতজ্ঞ হবে।

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤

৫। [ঙ]নিশ্চয় আমরা কাফিরদের জন্য নানা রকম শিকল ও গলার বেড়ী এবং এক লেলিহান আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি[৩১৯১]।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥

৬। নিশ্চয় পুণ্যবান লোকেরা কর্পূর[৩১৯২] মিশ্রিত পেয়ালা থেকে পান করবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦

৭। (এ হলো) এমন একটি ঝরণা[৩১৯২-ক] যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে। তারা খুঁড়ে খুঁড়ে এ (ঝরণাকে) প্রশস্ত করতে থাকবে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ১৯ঃ৬৮ গ. ১৮ঃ৩৮; ৩৫ঃ১২; ৩৬ঃ৭৮; ৪০ঃ৬৮; ৮০ঃ২০ ঘ. ৯০ঃ১১ ঙ. ১৮ঃ১০৩; ২৯ঃ৬৯; ৩৩ঃ৯; ৪৮ঃ১৪।

৩১৯০। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফোঁটা শুক্র-বিন্দু থেকে, যা নিজেই অনেক বস্তুর সংমিশ্রণ। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে মানুষও বহু গুণাবলী ও শক্তি-সামর্থ্যের সংমিশ্রণে গঠিত। আর এইসব গুণাবলী ও শক্তি-সামর্থ্যের সাহায্যেই মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে। এই পদ্ধতিই মানব-সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এর ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রেই হবে না, এমন নয়।

৩১৯১। মানুষের প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহ্‌র একটি অনুরূপ কাজকে ডেকে আনে। অস্বীকারকারীদের সংসারাসক্তি পরজগতে শিকলের রূপ ধারণ করবে, কেবল ইহলোকের চিন্তায় নিমগ্ন থেকে জীবন কাটিয়ে দেয়া পরলোকে লোহার গলা-বন্ধনীর রূপ নিবে এবং লোভ-লালসা এবং কামনা-বাসনা দোযখাগ্নির রূপ লাভ করবে ইত্যাদি।৩১১৬ টীকা দেখুন।

৩১৯২। 'কাফূর' শব্দটি 'কাফারা' থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ আবৃত করা বা দমিয়ে রাখা। তাৎপর্য এটিই যে কর্পূর-মিশ্রিত শরবত পান দ্বারা জৈবিক ইন্দ্রিয়াসক্তির উগ্রতা হ্রাস পাবে। ধর্মপরায়ণ মু'মিনদের হৃদয় পাপ-পঙ্কিল চিন্তা থেকে পবিত্র ও মুক্ত হবে এবং গভীর ঐশী জ্ঞানের শীতলতা দ্বারা তারা প্রশান্তি লাভ করবে।

৩১৯২-ক। যে সকল প্রস্রবণ মু'মিনগণ নিজের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা পেয়ালা ভরে পান করবেন। 'তফ্‌জীর' শব্দটি কঠোর পরিশ্রমের (সাধনা) প্রতি ইঙ্গিত করছে। যেসব সৎকর্ম তারা ইহলোকে থাকাকালীন সময়ে সম্পাদান করেছে তা পরকালে প্রস্রবণের মত প্রবাহিত হয়ে তাদের মনোরঞ্জন করবে ও তৃষ্ণা মিটাবে। এটি আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রথম স্তর, যা অবিরাম,

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝

৮। তারা (নিজেদের) মানত[৩১৯৩] পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যে (দিনের) অকল্যাণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

৯। ক.আর তাঁরই ভালবাসায়[৩১৯৪] তারা অভাবী, এতীম এবং বন্দীদের খাওয়ায়।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝

১০। (আর তারা বলে,) 'আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও (চাই) না।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

১১। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (আসন্ন) এক ভীতিপূর্ণ (ও) ভয়ঙ্কর[৩১৯৫] দিনের ভয় করি'।

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝

১২। সুতরাং আল্লাহ্ সে দিনের অকল্যাণ থেকে তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

১৩। খ.আর তাদের ধৈর্য ধরার প্রতিদানে তিনি তাদের জান্নাত ও রেশমের (পোষাক) দান করবেন।

مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

১৪। গ.তারা সেখানে পালংকের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা প্রখর রোদ বা তীব্র শীত দেখতে পাবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

১৫। আর এ (জান্নাতের) ছায়া ঘ.তাদের ওপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলফলাদি (তাদের) নাগালে এনে দেয়া হবে।

দেখুন ঃ ক. ৯০ঃ১৫-১৭ খ. ২২ঃ২৪ গ. ২৮ঃ৩২; ৩৬ঃ৫৭; ৮৩ঃ২৪ ঘ. ২০ঃ১২০।

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মু'মিনগণ অর্জন করে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কঠোর প্রচেষ্টা ও সাধনার দ্বারা স্বীয় রিপুসমূহকে বশীভূত করতে পারবে ততক্ষণ তার পক্ষে কোন আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এই আয়াতে বর্ণিত 'প্রস্রবণ' আর কিছুই নয়, এটি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও ঐশী উপলব্ধির 'প্রস্রবণ'।

৩১৯৩। 'তারা (নিজেদের), মানত পূর্ণ করে' অর্থ: তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালন করে। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের কথা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

৩১৯৪। আয়াতটির অর্থ হতে পারে ঃ (১) যেহেতু মু'মিনরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, সেহেতু আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের জন্য তারা দরিদ্রকে, এতীমকে এবং বন্দীদেরকে খাদ্য দান করে থাকে। (২) তারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্রকে খাদ্য সরবরাহ করে, প্রতিদানে কিছুই চায় না, এমন কি প্রশংসাও চায় না। (৩) তারা নিজেরা টাকা-কড়ি ভালবাসে, তদ্‌সত্ত্বেও তারা গরীবের জন্য সেই টাকা-কড়ি খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। (৪) তারা গরীবদেরকে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য খাওয়ায়। 'তায়াম' এর অর্থ সুস্বাদু সাস্থ্যসম্মত খাদ্য (লেইন)।

৩১৯৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٦﴾

১৬। [ক]আর রূপার পাত্রে ও কাঁচের পানপাত্রে তাদের পরিবেশন করা হতে থাকবে,

قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٧﴾

★ ১৭। এরূপ রূপার তৈরী কাঁচ (পাত্রে), যা তারা (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা) সুনিপুণভাবে তৈরী করেছে।

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٨﴾

১৮। আর সেখানে আদা মিশ্রিত[৩১৯৬] পেয়ালা থেকে তাদের পান করানো হতে থাকবে।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٩﴾

১৯। সেখানে 'সালসাবীল' নামে এক ঝরণা থাকবে[৩১৯৭]।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿٢٠﴾

২০। [খ]আর তাদের (সেবায় নিয়োজিত) চিরকিশোর বালকেরা পরিবেশনরত থাকবে। তুমি যখন এদের দেখবে তখন তুমি এদের ছড়িয়ে থাকা মুক্তা মনে করবে।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

২১। আর তুমি সেখানে যেদিকেই তাকাবে মহা সুখস্বাচ্ছদ্যের (সমারোহ) এবং বিশাল রাজ্য দেখতে পাবে[৩১৯৮]।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢٢﴾

★ ২২। তারা [গ]সবুজ মিহি রেশমী পোষাক এবং বুটিদার রেশমী কাপড় পরিহিত থাকবে। আর [ঘ]রূপার কাঁকণ তাদের পরানো হবে। আর তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের পবিত্র পানীয় পান করাবেন[৩১৯৯]।

দেখুন ঃ ক. ৪৩ঃ৭২ খ. ৫২ঃ২৫; ৫৬ঃ১৮ গ. ১৮ঃ৩২; ৪৪ঃ৫৪ ঘ. ১৮ঃ৩২; ২২ঃ২৪; ৩৫ঃ৩৪।

৩১৯৫। 'ইয়াওমুন আবূসুন' অর্থ অতি কষ্টকর, দুর্যোগময় দিন, যে দিন মানুষের জন্য ভীষণ কষ্ট নিয়ে আসে। 'ইয়াওমুন কাম্‌তারীরুন' অর্থ কষ্টকর, দুর্যোগপূর্ণ দিন, যা চক্ষের ভ্রু পর্যন্ত সেলাই করে ফেলে অর্থাৎ চক্ষুর চামড়াকে সঙ্কুচিত করে ফেলে (লেইন)।

৩১৯৬। 'যান্‌জাবীল' একটি যুগ্ম শব্দ। 'যানা (ঊর্ধ্বে উঠা) এবং 'জাবাল' (পাহাড়) মিলে অর্থ দাঁড়ায়,'সে পর্বতারোহণ করলো।' 'যান্‌জাবীল' (আদা) শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ বর্ধনে খুবই সাহায্য করে। এটি দুর্বল শরীরে শক্তি যোগায় এবং তেজ সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষ সুউচ্চ পাহাড় পর্যন্ত ডিঙাতে পারে। যে দুটি আয়াতে 'কাফূর' (কর্পূর) ও 'যানজাবীলে'র (আদা) উল্লেখ রয়েছে, তাতে বুঝানো হয়েছে যে নীচস্তরের ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্য ও ধার্মিকতার উচ্চস্তরে উঠতে হলে মানুষকে দুটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তরে বিষাক্ত বস্তুগুলোর বিনাশ সাধন ও রিপুসমূহের দমন করতে হয়। একে বলা হয়েছে 'কাফূর' স্তর বা কর্পূরাবস্থা। কেননা এই স্তরে প্রবৃত্তির দমন পর্যন্ত ঘটে থাকে, যেমন কর্পূর রিপুসমূহের কুফল দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক শক্তি সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার সামর্থ্য যোগায় তা অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্তরে, যাকে বলা হয়েছে 'যানজাবীল' স্তর বা যানজাবিলী অবস্থা। আধ্যাত্মিক আদা আধ্যাত্মিক রীতি-নীতি ও বিষয়াবলীর উপরে টনিকের মত ক্রিয়া করে এবং ঐশী সৌন্দর্য ও মহিমা বিকাশে সাহায্য করে আত্মাকে চাঙ্গা করে তোলে। এর ফলেও আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী অনতিক্রম্য ভূমি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। পথে পথে যত উচ্চ পাহাড়-টিলা ইত্যাদি দেখা দেয়, শক্তি-প্রাপ্ত আত্মার বলে বলীয়ান হয়ে সে ঐগুলোও পার হয়ে যায়।

৩১৯৭। 'সাল্‌সাবীল' এর আক্ষরিক অর্থ "রাস্তা সম্বন্ধে খোঁজ নেয়া"। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো,'যানজাবীল' স্তরে আধ্যাত্মিক যাত্রী আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এমনই মত্ত ও উত্তেজিত হয় যে আল্লাহ্‌র সাথে যথাশীঘ্র মিলনের নেশায় সে যেখানে যাকে পায় তার কাছে খোঁজ করে– আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সোজা ও খাটো রাস্তা কোন্‌টি।

৩১৯৮ এবং ৩১৯৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১ [২৩] ১৯

২৩। ক.(তাদের বলা হবে,) 'নিশ্চয় এ-ই হলো তোমাদের প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টাপ্রচেষ্টার কদর করা হয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

২৪। নিশ্চয় আমরাই এক মহান ধারাবাহিকতায় তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি[৩২০০]।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৫। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ (পালনে) সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং তাদের (অর্থাৎ মানুষের) মাঝে কোন পাপী এবং অকৃতজ্ঞের অনুসরণ করো না।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৬। খ.আর তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৭। গ.এবং রাতের এক অংশে তার সমীপে সিজদাবনত থাক। আর তুমি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাক।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

২৮। ঘ.নিশ্চয় এসব (লোকেরা) ইহ জীবনকে ভালবাসে এবং এদের ওপর আসন্ন এক কঠোর দিনকে এরা উপেক্ষা করছে।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

২৯। আমরাই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের গড়নকে মজবুত করেছি। আর ঙ.আমরা যখন চাইবো এদের আকৃতিকেই পরিবর্তন করে দিব[৩২০১]।

نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

দেখুন ঃ ক. ৩২ঃ১৮; ৪৩ঃ৭৩ খ. ৩ঃ৪২; ৪৮ঃ১০ গ. ১৭ঃ৮০; ৫০ঃ৪১; ৫২ঃ৫০ ঘ> ১৭ঃ১৯ ঙ. ৫৬ঃ৬২।

৩১৯৮। পরলোকে মু'মিনদের জন্য আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বতো আছেই, তা ছাড়াও মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণকে ইহজগতেই সম-সাময়িক বড় বড় সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য দেয়া হয়েছিল।

৩১৯৯। আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর পথিক যখন 'কাফূর' অবস্থায় থেকে আধ্যাত্মিক ভ্রমণে ব্যস্ত থাকে সেই অবস্থায় বলা হয়েছে, সে নিজেই আল্লাহ্‌র প্রেমের শরাব খুঁজে বেড়ায় (আয়াত-৬), 'যানজাবীলি' স্তরে অন্যেরা তাকে খেদমত করে ও জীবন-দায়িনী শরবত পান করায় (আয়াত-১৮)। শেষ স্তরে অর্থাৎ 'সালসাবীল' স্তরে আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে চিরস্থায়ী জীবনের অমোঘ সূরা পান করতে দেন (আয়াত-১৯)। এই তিন প্রকারের শরবত একটার পর একটা উন্নততর। 'কর্পূর' শীতলকারী, 'আদা' উত্তাপ সৃষ্টিকারী এবং 'সাল্‌সাবীল' গন্তব্যের দিকে স্বাভাবিক গতি দানকারী। কর্পূর-মিশ্রিত শরবত উগ্র কামনা-বাসনাকে শীতল (দমন) করে, আদা-মিশ্রিত শরবত ধর্মপরায়ণতাকে উদ্দীপ্ত করে গতিময় করে তোলে এবং সালসাবীলের পানি ধার্মিককে আধ্যাত্মিক গন্তব্যের দিকে স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে নেয়, পদস্খলিত হতে দেয় না।

৩২০০। কুরআন ক্রমে ক্রমে এবং খণ্ড-খণ্ডভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি পুরাপূরি অবতীর্ণ হতে ২৩ বৎসর সময় লেগেছে। এই ক্রম-অবতরণ পদ্ধতির মধ্যে দুটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ (ক) এটি মুমিনদের সুযোগ দিয়েছে, যাতে তারা অবতীর্ণ অংশটুকু শিখতে, মুখস্থ করতে, সংগৃহীত করতে এবং জীবনে প্রতিফলিত করতে পারে এবং (২) পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল সমাজ-বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন প্রয়োজনকে মিটাবার জন্য ও সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য ক্রম-ধারায় অবতরণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ছিল। মো'মেনগণ এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যে ও ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বাস্তবে পরিণত হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখার মহা-সুযোগ লাভ করে পরিতৃপ্ত হতেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করতেন। কুরআনের খণ্ড-খণ্ডভাবে, ক্রমান্বয়ে অবতরণ দ্বারা বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয়েছে ঃ 'বিধির উপরে বিধি, বিধির

৩২০০ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৩২০১ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٣٠﴾

৩০। [ক]নিশ্চয় এ এক বড় শিক্ষণীয় উপদেশবাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে (যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣١﴾

★ ৩১। [খ]আর আল্লাহ্ চাইলেই কেবল তোমরা তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পার[৩২০২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣٢﴾

২ [৯] ২০ ৩২। [খ]তিনি যাকে চান[৩২০৩] (তাকে) তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যালেমদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

দেখুন ঃ ক. ৭৩:২০, ৭৪:৫৫, ৮০:১২, খ. ১৮:২৫, ৭৪:৫৭, ৮১:৩০, গ. ৪৮:২৬।

উপরে বিধি, পাঁতির উপরে পাঁতি, এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু।' শুন, তিনি অস্পষ্টবাক ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সাথে কথা-বার্তা কহিবেন, যাহাদিগকে তিনি বলিলেন' (যিশাইয়-২৮ঃ১০)।

৩২০১। আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন (৯৫ঃ৫) যাতে সে নিজের ঐশী গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাতে পারে। অতএব কাফের যদি কুরআনের শিক্ষা থেকে উপকার লাভ করতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ্ ভিন্ন জাতিকে আনবেন যারা তা থেকে উপকার লাভ করবে।

৩২০২। মূল অনুবাদে প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের অন্যান্য অর্থ হতে পারে ঃ (১) এটা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যে তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ্‌র দিকে পথ ধর এবং সেই কারণে তাঁর কৃপাভাজন হও, (২) তুমি আল্লাহ্‌র দিকে চলতে পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনস্থ কর।

৩২০৩। এই আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর করুণা প্রাপ্ত হতে চায়, আল্লাহ্ তাকে স্বীয় করুণার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়ে থাকেন।